"দেউলকাঠি সবজি জাতীয় ফসল গ্রুপের সবজি ও ফল চাষে সফলতা"

সভাপতির নাম	ঃ এস এম জাহিদুল রহমান
পিতার নাম	ঃ মৃত মীর আব্দুল জলিল
গ্রাম	ঃ দেউলকাঠি
উপজেলা	ঃ ঝালকাঠি সদর
জেলা	ঃ ঝালকাঠি
প্রধান উদ্যোগ	ঃ সবজি চাষে সফলতা
মোবাইল	ঃ ০১৭১-২৮০৯১১৪

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে ক্ষুদ্র চাষীদের জন্য কৃষি সহায়ক প্রকল্পের আওতায় এস,এম জাহিদুল এর সভাপতিত্বে ২০১৫ সাল হতে বিকনা দানাফসল গ্রুপ আধুনিক কৃষি কার্যক্রম শুরু করে । এই গ্রুপের সদস্য সচিব মো. নজরুল ইসলাম টিপু এবং কোষাধ্যক্ষ রাজু মীর। মোট ৩০ জন সদস্যের মধ্যে ২২ জন পুরুষ এবং ৮ জন মহিলা সদস্য রয়েছে । এই গ্রুপের রাজু মীর, আলী হোসেন ও মাওলানা নাসির হোসেন (৩ জন) ব্যক্তি সাফল্যজনকভাবে আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছেন । গ্রুপের সদস্যগণ প্রতিমাসে একবার সভার আয়োজন করে আসছে যে সভায় তাদের সঞ্চয় পরিকল্পনা ও মৌসুমের চাষাবাদ পরিকল্পনাসহ পন্য বাজারজাতকরন বিষয়ক পরিকল্পনা প্রনীত হয় । উপজেলা কৃষি অফিস থেকে আধুনিক ফসল উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে উন্নত প্রশিক্ষণ নিয়ে আধুনিক পদ্ধতিতে সবজি চাষ করে তারা সাফল্যজনক ভাবে আয় বর্ধক পরিবেশ বান্ধব সবজি উৎপাদন কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন । প্রকল্প থেকে পাওয়া হ্যান্ড স্প্রে য়ার ব্যবহার করে অর্থ সাশ্রয়ী পদ্ধতিতে সবজি চাষ করতে পারছেন । বর্তমানে গ্রুপে তাদের ৪০৮৫০/- (চল্লিশ হাজার আটশত পঞ্চাশ) টাকার সঞ্চয় রয়েছে । এই গ্রুপের মো. রাজু মীর, পিতা, মীর বজলুর রহমান সে ৮ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন। তার পরিবারের সদস্য সংখ্যা ৫ জন । প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ২০১৬ সালে ৬০ শতক জমিতে উচ্চমূল্যের বেগুন , শশা লাউ চাষ করে ৭৫,০০০/- (পচাত্তর হাজার) টাকা বিক্রি করেন । পরবর্তীতে ৮০ শতক জমিতে বেগুন, শশা, কুমড়া ও লাউ চাষ/ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বছরে সবজি ৪.৫ টন । তাতে তিনি প্রায় ৯০,০০০/-(নব্বই হাজার) টাকা বিক্রি করে ৪০,০০০/- (চল্লিশ হাজার) টাকা লাভ করেন । গ্রুপের আরেকজন কৃষক মো. আলী হোসেন, পিতা:আ. বশির খান (বয়স-৪২) ৭ম শ্রেনী পর্যন্ত পড়াশোনা করেছেন । তার পরিবারের ৫ জন সদস্য রয়েছে। সে পূর্বে অপরের কৃষি জমিতে কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করত। উপজেলা কৃষি অফিস এর মাধ্যমে এএসএসএসআরবিপি প্রকল্প হতে কৃষি উৎপাদন প্রযুক্তি বিষয়ে আধুনিক প্রযুক্তির উপর প্রশিক্ষণ গ্রহন করে সবজি ও ফল চাষের সাথে সম্পৃক্ত হন। বর্তমানে তিনি সবজি মিশ্র পদ্ধতিতে চাষবাদ করছেন। উন্নত ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মাত্র ২০ শতক জমিতে ১৫,০০০(পঁনের হাজার) টাকা খরচ করে ২৫,০০০ (পঁচিশ হাজার) থেকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) টাকা আয় করছেন, সাথে অন্য খামারে কাজের মজুরি থেকে আয়তো আছেই । আয় বাড়ার কারনে ছেলেমেয়েদের লেখাপড়ায় তিনি আগের চেয়ে বেশি অর্থ ব্যয় করতে পারছেন, ভালো পোশাক পরিচ্ছদ সহ তার পারিবারিক চিকিৎসায় তিনি এখন পূর্বের চেয়ে অনেক খরচ করতে পারছেন । সবজি ও কলা বিক্রি করে তাহার জীবনযাত্রার মান অনেক বেড়েছে। এলাকায় পরিচিত ও সম্মানও বেড়েছে। অনেক কৃষক তার নিকট থেকে ফসল চাষাবাদের খুঁটিনাটি বিষয়ে পরামর্শ গ্রহন করে পতিত জমিতে সবজি, মাছসহ অন্যান্য ফসলের আধুনিক চাষবাদ বাড়িয়েছে । তিনি সবজি চাষের পাশাপাশি পেঁপে, লাউ, চারা ও বীজ করে আরো বড় কৃষি ব্যবসায় জড়িত হওয়ার কথা ভাবছেন। সার্বিকভাবে গ্রুপের সদস্যগন প্রকল্পের দেয়া প্রশিক্ষণ, প্রদর্শনী, যন্ত্রপাতি ও উপজেলা কৃষি অফিসের সহযোগিতা পেয়ে পুর্বের চেয়ে অনেক উন্নত জীবন যাপন এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নয়ন হয়েছে।